দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রধানমন্ত্রী

কোনভাবেই পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনকে গুরুত্ব দেওয়া হইবে না

রেজানুর রহমান ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরীক্ষা পিছানোর যেকোন উদ্যোগকে অনুৎসাহিত করার আহবান জানাইয়া বলিয়াছেন, পরীক্ষা পিছাইলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু করা যায় না। শিক্ষাবর্ষ পিছাইয়া যায়। ইহার ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও দরিদ্র বাবা-মায়েরা। কাজেই ভবিষ্যতে কোনভাবেই পরীক্ষা পিছনোর আন্দোলনকে গুরুত্ব দেওয়া হইবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে কার্পণ্য করিবেন না। প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তাহার যোগান দেওয়া হইবে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে গণশিক্ষা বিভাগের সভা কক্ষে এক বৈঠকে

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচ, কে সাদেক, গণশিক্ষা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জিন্নাতুননেসা তালুকদার, শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন, গণশিক্ষা বিভাগের সচিব সাদত হুসেইনসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সকাল সাড়ে ১১টায় এই বৈঠক শুরু হইয়া বেলা দেড়টায় শেষ হয়। এক নাগাড়ে ২ ঘন্টা সময় ধরিয়া এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

রমজান মাসে ক্লাস নিন

বৈঠকে বন্যা এবং বন্যা পরবর্তী বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্যার কারণে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইয়াছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের এই ক্ষতি পূরণ করার লক্ষ্যে পবিত্র রমজান মাসে স্কুল-কলেজ খোলা রাখার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

ভবিষ্যতে স্কাউট ও গার্লস গাইড পুরস্কার

এইবারের বন্যায় সারাদেশে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে। ১৯৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধোয়া মোছা, দরজা-জানালা পরিষ্কার ও পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রোভার স্কাউট ও গার্লস গাইডের সদস্যরা ব্যাপক ভূমিকা রাখিয়াছে। গতকালের বৈঠকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সেবা কার্যক্রমে রোভার স্কাউট ও গার্লস গাইড কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, আগামী বছর হইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মত শ্রেষ্ঠ রোভার স্কাউট ও গার্লস গাইড পুরস্কার প্রবর্তন করা হইবে। একই সাথে এই কার্যক্রমে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ নেওয়া হইবে।

গাছের জন্য বিশেষ নম্বর

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বনায়ন কর্মসূচীর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গাছ লাগানো কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। যে গাছ কাঠ দিবে অথবা ফল দিবে সেই গাছের চারা রোপণের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা উচিত। এই ক্ষেত্রে বিশেষ নম্বর রাখিলে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহিত হইবে।

ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, স্কুল-কলেজে মেয়েদের জন্য আলাদা কমন রুম থাকিলেও আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নাই। অথচ ইহা খুবই জরুরী। অবিলম্বে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

কিন্ডার গার্টেন প্রসঙ্গ

বৈঠকে দেশের কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবশ্যই নীতিমালা প্রয়োজন। তবে এই ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করা ঠিক হইবে না। সবদিক পর্যালোচনা করিয়া কিন্ডার গার্টেনের জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছেন।

১০০ কোটি টাকা হইলেই ৮৫ ভাগ স্বাক্ষর

বৈঠকের এক পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচ, কে সাদেক প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বাড়তি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিন। কথা দিতে পারি ২ হাজার সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগকে স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিব।

আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ তুলিয়া ধরা হয়। বন্যায় সারাদেশে ৮ হাজার ১৬৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৪ হাজার ১২৪টি প্রতিষ্ঠান মেরামতের জন্য ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বরাদ্দপত্র জারি করা হইয়াছে। বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণ এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য সকল ভবন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র কাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী উপযুক্ত ডিজাইন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ৯৮-৯৯ সালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন নির্মিতব্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যার সর্বোচ্চ পানির উচ্চতা বিবেচনায় রাখিয়া 'প্লিন্থ' উঁচু করা হইবে।